# আওয়াবিন নামাজ পড়ার নিয়ম ও নিয়ত এর বিশদ বিবরণ

আওয়াবিন নামাজ হলো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত নামাজ যা মাগরিবের ফরজ নামাজের পর আদায় করা হয়। এটি মূলত ছয় রাকাত বিশিষ্ট একটি নামাজ। এই নামাজ আদায় করলে মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে বিশেষ পুরস্কার পাওয়া যায়। **আওয়াবিন নামাজ পড়ার নিয়ম ও নিয়ত** এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হলো।

*আওয়াবিন নামাজের নিয়ম*

আওয়াবিন নামাজ আদায় করার নিয়ম খুবই সহজ। এটি মূলত ছয় রাকাত বিশিষ্ট সুন্নত নামাজ। মাগরিবের ফরজ নামাজের পর এই নামাজ আদায় করতে হয়। চলুন ধাপে ধাপে এর নিয়মগুলি জানি:

1. **নিয়ত:** আওয়াবিন নামাজ পড়ার আগে নিয়ত করতে হবে। নিয়ত করা মানে হলো মনস্থির করা যে আপনি আওয়াবিন নামাজ আদায় করবেন।
2. **তাহারাত:** নামাজের জন্য পবিত্রতা থাকা আবশ্যক। তাই নামাজের আগে অজু করতে হবে।
3. **সঠিক সময়:** আওয়াবিন নামাজের সঠিক সময় হলো মাগরিবের ফরজ নামাজের পর থেকে এশার নামাজের আগে পর্যন্ত।
4. **রাকাত সংখ্যা:** আওয়াবিন নামাজ ছয় রাকাত। এই ছয় রাকাত একসঙ্গে পড়া যেতে পারে অথবা দুই রাকাত করে তিনবারে পড়া যেতে পারে।
5. **সুরা পড়া:** প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর কুরআনের অন্য যে কোন একটি সূরা পড়তে হবে।
6. **নিয়মিততা:** প্রতিদিন নিয়মিতভাবে আওয়াবিন নামাজ পড়া উত্তম। এটি আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনে সহায়ক।

*আওয়াবিন নামাজের নিয়ত*

আওয়াবিন নামাজের নিয়ত খুবই সহজ। নিয়ত মূলত মনস্থির করা যে আপনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আওয়াবিন নামাজ আদায় করছেন। নিয়তের জন্য আপনি নিম্নলিখিত বাক্য ব্যবহার করতে পারেন:

**বাংলা নিয়ত:** "আমি নিয়ত করছি ছয় রাকাত আওয়াবিন নামাজ আদায় করবো, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে।"

**আরবি নিয়ত:** "উসাল্লী রাকাতাইন আওয়াবিন লিল্লাহি তা'আলা।"

*আওয়াবিন নামাজের গুরুত্ব*

আওয়াবিন নামাজ হল সূর্যাস্তের পর মাগরিব নামাজের পরে আদায় করা একটি সুন্নত নামাজ। এটি কমপক্ষে ছয় রাকাত পড়া হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আদায় করা হয়। আওয়াবিন নামাজের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকট আরও বেশি ক্ষমা ও পুরস্কার লাভের সুযোগ পায়। এর দ্বারা পাপ মোচন এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি হয়।

প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) আওয়াবিন নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সাহাবিরাও এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নিয়মিত আওয়াবিন নামাজ আদায় মানুষের ঈমান ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভে সহায়ক হয়। তাই, আওয়াবিন নামাজের গুরুত্ব মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

*আওয়াবিন নামাজ পড়ার পদ্ধতি*

**আওয়াবিন নামাজ পড়ার নিয়ম ও নিয়ত** এর পাশাপাশি নামাজ পড়ার পদ্ধতি জানাও গুরুত্বপুর্ন। নিয়মিত নামাজের মতোই, তবে এখানে ছয় রাকাত পড়তে হবে। চলুন ধাপে ধাপে আওয়াবিন নামাজ পড়ার পদ্ধতি দেখি:

1. **নিয়ত করা:** আওয়াবিন নামাজের নিয়ত করে নামাজ শুরু করুন।
2. **প্রথম রাকাত:** তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে নামাজ শুরু করুন। তারপর সুরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য একটি সুরা পড়ুন।
3. **রুকু:** রুকুতে যান এবং "সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম" তিনবার বলুন।
4. **সিজদা:** সিজদায় যান এবং "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" তিনবার বলুন। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করুন।
5. **দ্বিতীয় রাকাত:** দ্বিতীয় রাকাতে উঠে আবার সুরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সুরা পড়ুন। এরপর রুকু ও সিজদা করুন।
6. **তাশাহুদ:** দুই রাকাত পর তাশাহুদ পড়ুন। তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত শুরু করুন।
7. **শেষ তাশাহুদ:** ছয় রাকাত শেষ হলে তাশাহুদ, দরুদ এবং দোয়া পড়ে নামাজ শেষ করুন।

*আওয়াবিন নামাজের বিশেষ ফজিলত*

আওয়াবিন নামাজের বিশেষ ফজিলত রয়েছে। এই নামাজ পড়লে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায় এবং বিভিন্ন পাপের কাফফারা হয়। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি আওয়াবিন নামাজ পড়ে, তার জন্য জান্নাতে একটি বিশেষ স্থান নির্ধারিত হয়।

1. **আল্লাহ্‌র নৈকট্য:** আওয়াবিন নামাজ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের একটি বিশেষ উপায়। এই নামাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে সহায়ক।
2. **পাপের কাফফারা:** আওয়াবিন নামাজ বিভিন্ন পাপের কাফফারা হিসেবে কাজ করে। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, এই নামাজ আদায় করলে পূর্ববর্তী পাপ মোচন হয়।
3. **সওয়াব বৃদ্ধি:** আওয়াবিন নামাজ পড়লে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিশেষ সওয়াব পাওয়া যায়। হাদিসে উল্লেখ আছে যে, এই নামাজ পড়লে বারো বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব লেখা হয়।

*উপসংহার*

আওয়াবিন নামাজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত নামাজ যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নামাজ পড়ে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে পারি এবং আমাদের পাপের কাফফারা করতে পারি। **আওয়াবিন নামাজ পড়ার নিয়ম ও নিয়ত** সম্পর্কে সচেতন হলে আমরা সহজেই এই নামাজ আদায় করতে পারি। তাই, আসুন আমরা নিয়মিত আওয়াবিন নামাজ পড়ি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করি